# কালিমাতুল্লাহ্

# বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## রুকু ১৮

(১)এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে কিদরোন উপত্যকা পার হয়ে একটি জায়গায় গেলেন। সেখানে একটি বাগান ছিলো। তিনি তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে সেখানে ঢুকলেন।

(২)যে-ইহুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সেই জায়গা চিনতেন, কারণ হযরত ইসা আ. প্রায়ই তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে সেখানে মিলিত হতেন। (৩)সেই ইহুদা প্রধান ইমামদের ও ফরিসিদের কাছ থেকে পুলিশ ও একদল সৈন্য নিয়ে এলেন। তারা সেখানে লণ্ঠন, মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলো। (৪)হযরত ইসা আ. জানতেন যে, তাঁর প্রতি এসব হবে। তিনি এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কার খোঁজ করছো?" (৫)তারা উত্তর দিলো, "নাসরতের হযরত ইসা এর।" হযরত ইসা আ. বললেন, "আমিই সে।" যে-ইহুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

(৬)হযরত ইসা আ. যখন তাদের বললেন, "আমিই তিনি," তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। (৭)তিনি আবার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কার খোঁজ করছো?" তারা বললো, "নাসরতের হযরত ইসা আ. এর।" (৮)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের বলেছি যে, আমিই সে। যদি তোমরা আমাকেই খোঁজো, তাহলে এই লোকদের যেতে দাও।" (৯)এটি হয়েছিলো যেনো তাঁর বলা একথা পূর্ণ হয়- "তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, তাদের একজনকেও আমি হারাইনি।"

(১০)হযরত সাফওয়ান পিতর রা. কাছে একটি তরবারি ছিলো, তিনি তা দিয়ে মহাইমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সেই গোলামের নাম ছিলো মালখুস। (১১)হযরত ইসা আ. হযরত সাফওয়ান পিতর রা.-কে বললেন, "তোমার তরবারি খাপে রাখো। আমার প্রতিপালকের দেয়া পেয়ালা কি আমি পান করবো না?"

(১২)অতঃপর সৈন্যরা, তাদের অফিসারেরা এবং ইহুদি পুলিশরা হযরত ইসা আ.কে ধরে বাঁধলো। (১৩)প্রথমে তারা তাঁকে হান্নানের কাছে নিয়ে গেলো- ইনি হলেন সেই বছরের মহাইমাম কাইয়াফার শ্বশুর। (১৪)এই কাইয়াফাই ইহুদিদের এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সব মানুষের হয়ে একজনের মৃত্যু হওয়া ভালো।

(১৫)হযরত সাফওয়ান পিতর রা. ও অন্য একজন হাওয়ারি হযরত ইসা আ. এর পেছনে পেছনে গেলেন। ওই হাওয়ারি মহাইমামের পরিচিত ছিলেন বলে তিনি হযরত ইসা আ. এর সাথে মহাইমামের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত গেলেন। (১৬)কিন্তু হযরত পিতর রা. বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই মহাইমামের পরিচিত সেই হাওয়ারি বাইরে গিয়ে যে-মহিলা গেট পাহারা দিচ্ছিলো, তার সাথে কথা বলে হযরত পিতর রা.কে ভেতরে আনলেন। (১৭)সেই মহিলা হযরত পিতর রা.কে বললো, "তুমিও কি এই লোকের হাওয়ারিদের মধ্যে একজন নও?" তিনি বললেন, "আমি নই।" গোলামরা ও পুলিশরা কয়লার আগুন জ্বালালো, (১৮)কারণ তখন খুব শীত ছিলো। তারা আগুনের চারদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের শরীর গরম করছিলো; হযরত পিতর রা.ও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

(১৯)অতঃপর মহাইমাম হযরত ইসা রা.কে তাঁর শিক্ষা ও তাঁর হাওয়ারিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। (২০)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি খোলাখুলিভাবে দুনিয়ার সামনে কথা বলেছি। আমি সব সময় সিনাগোগে ও বায়তুল-মোকাদ্দসে, যেখানে ইহুদিরা সবাই জমায়েত হয়, শিক্ষা দিয়েছি। আমি গোপনে কিছুই বলিনি। আমাকে কেনো প্রশ্ন করছেন? (২১)আমি যাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা জানে আমি কী বলেছি।"

(২২)তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশ হযরত ইসা আ.র মুখে আঘাত করলো এবং বললো, "এভাবে তুমি মহাইমামের সাথে কথা বলছো?" (২৩)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "যদি আমি ভুল বলে থাকি, তাহলে সাক্ষ্য দিয়ে ভুল দেখাও; কিন্তু আমি যদি সত্য বলি, তাহলে তুমি আমাকে মারছো কেনো?" (২৪)তখন হান্নান তাঁকে বেঁধে মহাইমাম কাইয়াফার কাছে পাঠালেন।

(২৫)হযরত সাফওয়ান পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমিও কি তার হাওয়ারিদের একজন নও?" তিনি অস্বীকার করে বললেন, "আমি নই।" (২৬)মহাইমামের গোলামদের একজন- হযরত পিতর রা. যার কান কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয়- জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি তোমাকে তাঁর সাথে বাগানে দেখিনি?" (২৭)হযরত পিতর রা. আবারো অস্বীকার করলেন এবং তখনই মোরগ ডেকে উঠলো।

(২৮)অতঃপর তারা হযরত ইসা আ.কে কাইয়াফার কাছ থেকে পিলাতের প্রধান অফিসে নিয়ে গেলো। তখন সকাল হয়েছে। তারা নিজেরা অফিসে ঢুকলো না, যাতে তারা নাপাক হয়ে না যায় এবং ইদুল-ফেসাখের ভোজ খেতে পারে। (২৯)তাই পিলাত বের হয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, "এই লোকটির বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী?" (৩০)তারা উত্তর দিলো, "এই লোকটি দোষী না হলে আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।" (৩১)পিলাত তাদের বললেন, "তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের শরিয়ত অনুসারে তার বিচার করো।" ইহুদিরা উত্তর দিলো, "কাউকে মৃত্যুর শাস্তি দেবার অধিকার আমাদের নেই।" (৩২)হযরত ইসা আ. তাঁর নিজের মৃত্যু কীভাবে হবে, সে-বিষয়ে আগেই যে-ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এতে সেটিই পূর্ণ হলো।

(৩৩)তখন পিলাত তার অফিসে গিয়ে হযরত ইসা আ.কে ডেকে নিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?" (৩৪)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আপনি কি আপনার নিজ থেকে আমাকে এ-প্রশ্ন করছেন, নাকি আমার বিষয়ে অন্যরা আপনাকে একথা বলেছে?" (৩৫)পিলাত উত্তর দিলেন, "আমি কি ইহুদি? আমি ইহুদি নই। তোমার নিজের জাতি ও প্রধান ইমামেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তুমি কী করেছো?" (৩৬)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার হতো, তাহলে আমার অনুসারীরা আমাকে ইহুদিদের হাতে তুলে না দেবার জন্য যুদ্ধ করতো; কিন্তু আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার নয়। " (৩৭)পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তুমি একজন বাদশা!" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আপনিই বলছেন, আমি একজন বাদশা। সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে এবং আমি এই দুনিয়াতে এসেছি; যারা সত্যের, তারা প্রত্যেকে আমার কথা শোনে।"

(৩৮)পিলাত আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য কী?" একথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদিদের কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন, "এই লোকের কোনো দোষ আমি পাইনি। (৩৯)কিন্তু তোমাদের একটি নিয়ম আছে যে, প্রত্যেক ইদুল-ফেসাখের সময় আমি তোমাদের জন্য একজন বন্দিকে মুক্তি দেই। তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য ইহুদিদের বাদশাকে মুক্তি দেই?" (৪০)তারা চিৎকার করে উত্তর দিলো, "ওকে নয় কিন্তু বারাব্বাকে!" বারাব্বা ছিলো একজন ডাকাত।